প্রতীক্ষা।

শ্রীঅমূল্যচরণ চট্টোপাধ্যায়।
বিজ্ঞানের প্রথম বর্ষ।

(এক)

প্রচণ্ড গ্রীষ্ম—

আসহ্য গরমে সবাই অতিষ্ঠ! গাঁয়ের বুকটা যেন খাঁ খাঁ কর্‌ছে,—নিঝুম, নিসাড়! রাঙা কাঁকরে ছাওয়া গেঁয়ো পথটা বৃহৎ অজগরের মত সর্পিল ভঙ্গিতে নিঃশব্দে পড়ে আছে,—কলরব নেই, তা'র বুকের 'পরে পথিকের চরণধ্বনি বেজে ওঠে না! কেবল মধ্যে মধ্যে দু' একটা নাম না জানা পাখী পথের পাশের গাছ গুলোর মধ্যে থেকে কলরব তুলে সেই বিরাট স্তব্ধতার বুকে একটু সাড়ার অনুভূতি জাগিয়ে রেখেছে।

কাট্‌ফাটা রৌদ্র, দ্বিপ্রহরের মধ্যে আকাশ থেকে নিলীমার বুক চিরে আগুণের হল্‌কা ঝরে ঝরে পড়্‌ছিল। অসহ্য গরমে সবাই ব্যতিব্যস্ত! কিন্তু চক্রবর্ত্তীর ব্যতিব্যস্ত হ'লে চল্‌বে না,—সে যে ভিক্ষাজীবী! অজস্র কষ্ট সত্ত্বেও প্রতিদিনের অভ্যাস মত সে আজও তার প্রাচীন্ একতারা বাজিয়ে সমান উদ্যমে তখনও গেয়ে চলেছে,—

প্রেমদাতা নিতাই এ'সে—

নিঝুম দুপুরটা হঠাৎ চক্রবর্ত্তীর এই কলরবে মুখর হয়ে ওঠে!—অসহ্য এই উদরান্নের জন্যে কষ্ট করা, কিন্তু উপায় নেই—তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তবু নিশ্চল হয়ে বসে থাকলে চল্‌বে না।—রায়েদের পুকুরে হাত পা' মুখ ধুয়ে আঁচলা আঁচলা করে জল খেয়ে সে আবার প্রস্তুত হয়ে নিল।

পা' যেন আর উঠ্‌তে চায় না,—কোথা থেকে একটা অদৃশ্য আকর্ষণ যেন শিথিল পা দুটোকে আঁক্‌ড়ে ধরেছে !...তবু উঠ্‌তে হ'বে, —গান গেয়ে ভিক্ষে কর্‌তে হবে। নয় ত' আজও উপোস বরাদ্দ ! কাল সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি,—আবার আজ কিন্তু সে পারাও যায় না ! সারা মনটা বিদ্রোহ ক'রে ওঠে,—চুলোয় যাক্ খাওয়া,— তা'র চেয়ে মৃত্যু···সে ত' শতগুণে ভাল !—কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যায়,—ঘরে যে একটা অবোলা মেয়ে অনশনে শুকিয়ে মর্‌ছে·····

কোন রকমে শ্রান্ত পা দুটোকে টেনে 'চক্রবর্ত্তী আবার একতারায় ঝঙ্কার দেয়,—প্রেমদাতা—আ—।

পথদিয়ে প্রসন্ন যাচ্ছিল, চক্রবর্ত্তীর গলা শুনে বল্‌ল,—এত বেলায় যে খুড়ো আজ ভিক্ষেয় বেরিয়েছ ?—মুখ শুকিয়ে গেছে,—খাওয়া হয় নি বুঝি ?

বৃদ্ধের মুখের 'পরে একটুক্‌রো বিষাদ মলিন হাসি ফুটে উঠল,— যেন মরণ-যাত্রীর শেষ মুমূর্ষু হাসি ! বল্‌ল,—আর বাবা খাওয়া, কাল সারাদিন হয় নি,—আজও যে কখন হ'বে ভগবান জানেন !...একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। একটু থেমে আবার বল্‌লে, বুড়ো হাড়ে আর এ সব সয় না বাবা,—সুধু মেয়েটায় মুখ চেয়েই না বেরোন, —নয় ত' আমার কী,—যেমন করেই হোক্ দু মুঠো জোগাড় হ'ত।

দু'জনেই চুপ্ ক'রে থাকে। চক্রবর্ত্তী হঠাৎ আবেগ ভরা কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল,—পেসন্ন, একটা টাকা ধার দিবি বাবা ? এই দুপুর রোদ্দুরে আর পারি না। সঙ্গে সঙ্গে সে হাত বাড়াল। প্রসন্ন নিঃশব্দে একটা টাকা বার করে দিল।

এক গাল হেসে চক্রবর্ত্তী বল্‌ল,—চাইতে কী কম লজ্জা করে, কিন্তু কী কর্‌ব, উপায় নেই ! ··অনেক টাকা দেনা হ'য়ে গেছে তো'র কাছে সুধু ছেলেটার আস্‌তে যা দেরী,···সে এলেই তো'র সব দেনা···

বাধা দিয়ে প্রসন্ন বল্‌ল, অমিয় দা' কবে আস্‌ছে খুড়ো ?··· অনেক দিন হ'ল ত' সেই বিদেশে গেছে, ক বচ্ছর হ'ল, পাঁচ বছর না ? তা' এত দিনে সে একবারও আস্‌বার ফুর্‌সৎ পেলে না ?

চক্রবর্ত্তী বিমর্ষভাবে বল্‌ল,—আর আসা। কাজের ঠেলায় আস্‌বার সময় পায় কী ? রাণীটা কেঁদে কেঁদে সারা হয়, দাদা সেই বিদেশে থাক্‌লে বাঁচ্‌বে না বাবা। ময়েটার অলুক্ষণে কথা শুন্‌লে গা জ্বলে যায়, বলি, বাঁচ্‌বে না কেন রে ? আমি বল্‌ছি সে সুখে আছে। হাজার নোক্ সে আমার ছেলে, সে কী মিছে আর সেখানে পড়ে আছে ? নিশ্চয় কোন ধান্ধায় আছে। এই ত সে দিন চিঠি দিয়েছে, আর মাসে এসে আমাদের নিয়ে যাবে।

কথায় কথায় তা'রা বাড়ীর কাছে এসে পড়্‌ল।

হঠাৎ প্রসন্ন চীৎকার করে উঠ্‌ল,—খুড়ো, খুড়ো, দেখ দিকি, রাণীটা অমন করে দাওয়ার ও পর পড়ে রয়েছে কেন! ভির্‌মি টির্‌মি গেল নাকি ?

চক্রবর্ত্তী উদভ্রান্তের মত ছুটে চল্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্নও !

সত্যিই রাণী মূর্চ্ছা গেছে !

চক্রবর্ত্তী বিহ্বলের মত দাওয়ার ওপর বসে পড়্‌ল, রোগীর শুশ্রূষা কর্‌বার মত শক্তি তা'র লোপ পেয়েছিল ! প্রসন্ন তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর থেকে একখানা হাত পাখা আর এক ঘটী জল নিয়ে এল।

অল্পক্ষণ শুশ্রূষা কর্‌বার পর রাণী উঠে বস্‌ল, চক্রবর্ত্তীর দেহে যেন প্রাণ এল ! এতটুকু আধ্ ফোটা ফুল-কুঁড়ির মত মেয়েটা, আহা, কাল সারাদিন না খেয়ে রক্ত গোলাপের মত রাঙা মুখখানি কুঁক্‌ড়ে এই নগণ্য কুটীরে ক্রমশঃ নিঃশেষ হ'য়ে যাচ্ছে। প্রসন্নর বুকটা ফুলে উঠ্‌ল, আহা·····

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বল্‌ল,—এইটুকু দুধের বাছাকে কাল সারাদিন কিছু না খাইয়ে রেখেছ, খুড়ো! আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলে না কেন, আমিত আর পর নই.....

অপরাধীর মত ঘাড় নীচু ক'রে চক্রবর্ত্তী বসে রইল।

একদিন চক্রবর্ত্তীর কী না ছিল? ছিল সবই, অর্থাৎ সংসার বল্‌তে যা' বোঝায়, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, সম্পত্তি, সবই! এক সময় তা'র দিনগুলো কী সুখেই না কাট্‌ত! পরিপূর্ণ জীবন!

কিন্তু মৃত্যু চক্রবর্ত্তীর এই পরিপূর্ণ জীবনের মাঝে তা'র উগ্র চণ্ডা মূর্ত্তি নিয়ে এসে দাঁড়াল—তা'কে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত কর্‌তে! মৃত্যুর রুদ্র তাণ্ডব নাচনের নিষ্পেষণে একে একে চক্রবর্ত্তীর স্নেহের ধনগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেল, বাকী রইল এক ঝাড় সদ্য মুকুলিত শ্বেত করবীর মত সুন্দর একটা ছোট্ট মেয়ে, আর এক দশ এগারো বছরের কিশোর সুন্দর বালক! বিপুল আবেগে তা'দের ঝটিকাক্লিষ্ট বুকখানার মধ্যে জড়িয়ে ধরে চক্রবর্ত্তী এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌ল—কোটরগত চক্ষু দিয়ে বেরিয়ে এল শীর্ণ অশ্রুধারা!

এতগুলো শোকের ঘা খেয়ে চক্রবর্ত্তী একেবারে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়েছিল। বিষয় সম্পত্তি তদারকের অভাবে কতক নষ্ট হ'ল কতক পর হস্তগত হ'ল। ক্রমশঃ দেনা বাড়্‌তে লাগল, অবশেষে তিনু হালদা'র সব জমী জমা ক্রোক করে নিল, বাকী রইল 'ক্ষুদ্র জীর্ণ দীর্ণ শতচ্ছিন্ন কুটীরখানি! একেবারে সর্ব্বস্বান্ত, রিক্ত···গ্রামের পরিচিত বাসিন্দা নবীন কর্ম্মকার কটকের কোন্ এক মহারাজার পেটে চাকরী কর্‌ত। সেবার পূজার ছুটিতে গ্রামে এসে সে একদিন চক্রবর্ত্তীর নিকট প্রস্তাব কর্‌ল,—চক্কো'ত্তি খুড়ো, এই টানাটানির দিনে অমিয়কে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দও। সেখানে চাকরী ক'রে তবু তোমায় মাসে মাসে কিছু পাঠাতে পার্‌লে অনেকটা সুরাহা

হয়। অনেক ভেবে চিন্তে চক্রবর্ত্তী এক দিন অমিয়কে নবীনের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল, শুভ কী অশুভ দিনে ভগবান জানেন!

কিন্তু অমিয় গেছে আজ প্রায় পাঁচ বছর, একদিনও মাঝে বাড়ী আসে নি! কেবল মাঝে মাঝে পত্র আসে, কাজের ভিড়, ছুটি নেই! এ ছুটি কি আর হবে না, কেবল প্রতীক্ষায় দিন কাট্‌বে? সৃষ্টির আদিম যুগ থেকে বিন্ধ্য পর্ব্বতের মত গুরুর প্রত্যাগমন পথের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে বৎস্‌রের পর বৎসর কাটিয়ে দেওয়ার মত শক্তি চক্রবর্ত্তীর নেই! তুমি এস—তুমি ফিরে এস·····

কিন্তু যার জন্যে এত প্রতীক্ষা, সে আসে না! মাস ছয় হ'ল পত্র দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ। চক্রবর্ত্তী কিছু বুঝে উঠ্‌তে পারে না। সময় সময় একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা চিত্ত-দুয়ারে সাড়া দেয়, চক্রবর্ত্তী শিউরে ওঠে! না, না, ঠাকুর, সে যেন আমার বেঁচে থাকে, আর মৃত্যু শোক দিও না প্রভু।

হঠাৎ সে দিন অপ্রত্যাশিত ভাবে চিঠি এসেছে, অমিয় মহা সপ্তমীর দিন বাড়ী আস্‌ছে। আবার সেই প্রতীক্ষা! হয়ত, কিন্তু যাক্।

সপ্তমী পূজার দিন চক্রবর্ত্তীর আনন্দ আর ধরে না। বিপুল উল্লাসে সে সকলের কাছে বলে বেড়াচ্ছে,—আজ ছেলেরা আস্‌বে ভাই,—এইবার এসে সে নিশ্চয়ই আমাদের নিয়ে যাবে; টাকার ত' আর অভাব নেই, একেবারে সোণার কুমীর হয়ে আস্‌ছে!

রাণী এসে বল্‌ল,—শুধু চেঁচালেই ত আর হবে না—একটা শোক যে আস্‌ছে—তার যোগাড়··

চক্রবর্ত্তী হুঁকোটায় শেষটান দিয়ে বল্‌ল—বড্ড্ মনে করিয়ে দিয়েছিস্ মা,—এই আমি চল্‌লুম।